সংবাদ

তারিখ 12 SEP 2017
পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৩

১৩৪ প্রা.স্কুলদপ্তরির পরিচয়পত্রের নামে লক্ষাধিক টাকা বাণিজ্য

প্রতিনিধি, বাগেরহাট

বাগেরহাটের প্রাথমিক শিক্ষা দফতরের অনৈতিক অর্থের লোভ এখন প্রকাশ্য রূপ নিয়েছে। এ দফতরের ঘুষ-দুর্নীতি, অনিয়ম ও উদাসিনতা এমন পর্যায়ে গেছে যে এখন স্কুলের নৈশ প্রহরীদের আইডি কার্ড প্রদান বাবদ জনপ্রতি এক হাজার টাকা করে আদায় করছে। আর এ ঘটনার প্রকাশ্য রূপ নিয়েছে জেলার মোরেলগঞ্জ উপজেলায়।

বাগেরহাট

ব্যাংক থেকে ঈদের বেতন-বোনাস তোলার সময় প্রত্যেকের কাছ থেকে এক হাজার টাকা আদায়

দফায় দফায় ঘুষ কেলেঙ্কারিতে আলোচিত মোড়েলগঞ্জ উপজেলা শিক্ষা অফিস থেকে উপজেলার ১৩৪টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৩৪ জন দফতরি কাম নৈশপ্রহরীর তালিকা বের করে আইডি কার্ডের জন্য এক লাখ চৌত্রিশ হাজার টাকা ধার্য করা হয়। সে অনুযায়ী পবিত্র ঈদুল আজহার দুই দিন আগে এসব টাকা আদায় করা হয়।

নৈশ প্রহরী কাম দফতরিরা ঈদুল আজহা উপলক্ষে সোনালী ব্যাংক মোড়েলগঞ্জ শাখা থেকে টাকা তোলার সময় এ টাকা আদায় করে রাখা হয়। টাকা আদায়ের দায়িত্ব দেয়া হয় উপজেলার ১০৭ নং বারইখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দফতরি কাম নৈশপ্রহরী মো. লিয়াকত খান সুমন ও ১২৪ নং পূর্ব খাউলিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দফতরী কাম নৈশপ্রহরী মো. মিরাজ হোসেন কে।

বিভিন্ন বিদ্যালয়ের দফতরিরা সোনালী ব্যাংকে পবিত্র ঈদুল আজহাসহ ৭ মাসের বকেয়া টাকা উত্তোলনের পর পরই সুমন ও মিরাজ ব্যাংকের ভেতরে বসে তাদের কাছ থেকে ১ হাজার টাকা করে আদায় করে নেয়।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের নির্দেশে এ টাকা উত্তোলন করা হয় বলে আদায়কারীরা জানান। দফতরিদের বেতন-বোনাস উত্তোলনকালে শিক্ষা কর্মকতার দাক্ষিণা হিসেবে এভাবে টাকা আদায়ের বিষয়টি জানাজানি হলে বিষয়টি ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার জন্য আইডি কার্ড দেয়া হবে বলে নাটক সাজানো হয়।

আদায়কারী সুমন আরও জানায়, উত্তোলনকৃত টাকা থেকে ২৫ হাজার টাকা স্যারকে দিয়েছি। আইডি কার্ডের নামে দফতরিদের কাছ থেকে আদায়করা বাকি ৭০/৮০ হাজার টাকার আরও ভাগীদার রয়েছে বলে বলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক দফতরি জানান।

দফতরিদের কাছ থেকে প্রকাশ্যে চাঁদা আদায়ের বিষয় জানতে চাইলে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আনিছুর রহমান সাংবাদিকদের জানান, এ ব্যাপারে আমি কিছু জানি না এবং আদায়কারীরা এখনও আমাকে কোন টাকা দেয়নি। মোড়েলগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার মুহাম্মদ ওবায়দুর রহমান বলেন, দফতরিদের আইডি কার্ডের জন্য ব্যাংকে বসে টাকা আদায় করা ঠিক হয়নি।

এদিকে, ব্যাংকে বসে দুই দফতরি নামের তালিকা নিয়ে টাকা আদায়ের ছবি ও এক দফতরির সঙ্গে উপজেলা শিক্ষা অফিসার মো. আনিছুর রহমানের সেলফি ফেসবুকে ব্যাপক ভাইরাল হয়েছে। বাংলাদেশ ছাত্রলীগ মোরেলগঞ্জ পৌর শাখার সভাপতি মনির হোসেন রাজ্জাকের আইডি থেকে স্ট্যাটাসসহ এ ছবি দুটি ফেসবুকে প্রকাশ পায়। আর এ স্ট্যাটাস ও ছবি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা ও সমালোচনার ঝড় উঠে বিভিন্ন মহলে।